এক নজরে শবে বারাআতের ফযিলত ও করণীয় কাজ

১। শবে বারাআতে মানুষের বার্ষিক ভাগ্যলিপি লিখা হয় এবং বিগত বছরের আমল নামা খোদার দরবারে পেশ করা হয়।

২। এক বৎসরের হায়াত মউত রিযিক দৌলত- তথা ভাগ্য নির্ধারন হয় শাবানের মধ্য রাত্রিতে।

৩। এই রাত্রিতে আল্লাহ পাক বান্দার দিকে বিশেষ রহমতের নজরে তাকান।

৪। এই রাত্রিতে ৭০ হাজার ফিরিস্তা নিয়ে জিবরাঈল দুনিয়াতে আসেন এবং রহমত বন্টন করেন।

৫। আরবের বণী কাল্‌ব গোত্রের ৩০ হাজার বকরীর পশমের সংখ্যারও অধিক গুনাহ্‌গারকে ক্ষমা করা হয় এ রাত্রে।

৬। এ রাত্রিতে কবিরা গুনাহগার ব্যতিত সকলকে সরাসরি ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তাওবা করলে কবিরা গুনাহগারকেও ক্ষমা করা হয়।

৭। এ রাত্রিতে নফল নামায, তিলাওয়াত, মিলাদ কিয়াম, জিকির আজকার, দান খয়রাত, কবর যিয়ারত করা উত্তম। নবীজী এ রাত্রে জান্নাতুল বাক্বীর মাযার যিয়ারত করেছেন।

৮। এই রাত্রে আগামী এক বছরের যাবতীয় বিষয়াদি নির্ধারিত হয় এবং শবে ক্বদরে সংশ্লিষ্ট ফিরিস্তার কাছে হস্তান্তর করা হয় (তাজকিরা)।

৯। এই রাত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাফায়াতের পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

১০। শবে বারাআতে, শবে ক্বদরে, তারাবিহ নামাযে মসজিদকে আলোকসজ্জিত করা হযরত তামীম দারী (রাঃ) ও হযরত ওমরের (রাঃ) সুন্নাত।